

**IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)**

Civil Rule No. 996(V)(R) of 2015
(Arising out of Civil Rule No. 739(FM) of 2015).

In the matter of:

Mohammad Alauddin Sikder and others.
..... Petitioner.

-Versus-

Md. Mujibur Rahman and others.
.....Opposite Parties.

Mr. Md. Nurul Amin, with
Mr. Surojit Bhattacharjee, Advocates
....For the Petitioners.

Ms. Rezina Mahmud, Advocate
...For the Opposite Party Nos. 1-4.

The 20th March, 2016.

Present:

Mr. Justice Quazi Reza-Ul Hoque
And
Mr. Justice J. N. Deb Choudhury.

J. N. Deb Choudhury, J:

The instant Rule was issued on 23.11.2015 calling upon the opposite parties to show cause as to why they should not be detained in Civil Jail and their property should not be attached for wilful disobedience and breach of the Hon'ble Court's order dated 12.08.2015 and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

Plaintiff-petitioners filed Civil Suit 681 of 2012, before the Joint District Judge, 1st Court, Gazipur for the following reliefs:

(ক) নালিশী জমিতে বাদীগণের মালিকানা স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রী দিতে মর্জি হয়।

(খ) নালিশী সি, এস, ও এস, এ, ৮৫১ দাগ এবং আর, এস, ১০০১২ দাগ সি, এস, ২২ এস, এ, ৩০ এবং আর, এস ৫১ নং খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল মর্মে ঘোষণার ডিক্রী দিতে মর্জি হয়।

The plaintiffs' case in short is that a total 2.03 acres of land of dag Nos. 852 and 851 under C.S. Khatian No. 22 originally belonged to Sri Krishna Kanta Pandit, on the basis of permanent rayat under Zamindari. Krishna Kanta Pandit died leaving Monomohan Pandit who while had been possession transferred the said properties to his wife Kadambini Devi by registered deed gift dated 28.07.1933, and delivered possession of the same. Kadambini Devi died leaving Mathura Mohan Pandit Binoy Kumar Pandit, and only unmarried daughter namely Aroti Bala Devi. Mathura Mohan Pandit got 1.015 acres of land out of 2.03 acres of land by amicable partition among the co- shares and remaining 1.015 acres of land belonged to Binoy Kumar Pandit and Aroti Devi who while had been possessing the same transferred the same in favour of the plaintiff Nos. 1-14 by different registered Khabals in the year 1975 and 1985 and delivered possession of the same. Mathura Mohan Pandit died leaving plaintiff Nos. 15-17 as his legal heirs who have been possessing 1.015 acres of land by constructing shops, in some portion of the land, and cultivating crops on other parts from statutory period of limitation. That

total 70 acres land out of the suit land erroneously recorded in the name of the Government in S.A Khatian No. 1 without any basis. The Government cannot claim the property on the basis of wrong preparation of S.A Khatian and the wrong preparation of record of rights has created cloud of the plaintiffs' title. The defendants 7-10 gave open threat to the plaintiffs of dispossession which compelled them to file the instant suit.

During pendency of the suit the plaintiffs filed an application under Order XXXIX Rule 1 and 2 of the Code of Civil Procedure for temporary injunction; the defendant respondent-opposite parties did not file any written objection; but, orally opposed the prayer for temporary injunction and the trial court by order dated 29.03.2015, rejected the prayer for temporary injunction. Being aggrieved the plaintiffs preferred First Miscellaneous Appeal No. 245 of 2015 before this Court and also filed an application for injunction wherein on 12.08.2015 Rule was issued being Civil Rule No. 739(FM) of 2015 along with an ad-interim order, restraining the opposite party Nos. 1 -10 in the following term, initially for 4(four) months and on 06.12.2015 the same has been extended till disposal of the Rule.

“Pending hearing of the Rule, the opposite party Nos. 1-10 are restrained by an order of injunction from entering into the suit land forcibly or from changing the nature and

character of the same for a period of 04(four) months from date.”

That the petitioners on 16.11.2015 filed an application under Order XXXIX Rule 2(3) of the Code of Civil Procedure against opposite party Nos. 1-4, for violating the order dated 12.08.2015 wherein Rule was issued being Civil Rule No. 996(V)(R) of 2015.

After taken up the Rule for hearing, this Court on 10.02.2016 passed the following order:

“The Rule was issued calling upon the opposite party Nos. 1-4 to show cause as to why they should not be detained in civil jail and their property should not be attached for wilful disobedience and breach of this Court’s order dated 12.08.2015.

While the matter has been taken up for hearing by this Court, it appears that this Court on 12.08.2015 passed an order of ad-interim injunction in Civil Rule No. 739 (FM) of 2015, arising out of F.M.A.T. No. 377 of 2015 in the following terms:

“Pending hearing of the Rule, the opposite party Nos. 1-10 are restrained by an order of injunction from entering into the suit land forcibly or from changing the nature and character of the same for a period of 4(four) months from date.”

The petitioners stated that inspite of the order of injunction and service of the same the opposite party Nos. 1-4 of the Rule in violation the order of injunction dispossessed

the petitioners from a portion of the suit land and also planted different kinds of trees.

Heard the learned Advocates for both the parties, perused the application.

The learned Advocates for the petitioners and the opposite party Nos. 1-4 are in an agreement that without enquiry, the fact of violation cannot be decided.

We are also of the view that there should be a proper enquiry into the matter for deciding, whether there was any dispossession taken place as stated by the petitioners in violation of the order of injunction passed by this Court on 12.08.2015.

Accordingly, we direct the learned District Judge, Gazipur to make an enquiry by a judicial officer not below the rank of Joint District Judge.

The parties are also at liberty to adduce evidence in support of their respective claims concerning the allegation of violation before the enquiry officer.

The Superintendent of Police, Gazipur is also directed to accord police assistance to the enquiry officer, who will conduct the enquiry in the matter as stated above.

The learned District Judge, Gazipur is further directed to complete the enquiry and send all relevant documents including the enquiry report to this Court by 9th March, 2016.

The concerned section is directed to communicate the order to the learned District Judge, Gazipur and the Superintendent of Police, Gazipur immediately, along with a set of photocopies of the concerned file.

Let this matter appear in the list for further order on 09.03.2016.”

In view of the direction the learned District Judge, Gazipur, appointed the learned Joint District Judge, of Second Court, Gazipur, who after physically visiting the suit land and on examining the local witnesses submitted the report dated 01.03.2016 along with the depositions taken by the learned Judge at the spot, which has been forwarded by the learned District Judge to this Court. The report dated 01.03.2016 of the learned Joint District Judge, Second Court, Gazipur is quoted below:

প্রেরকঃ- জীনাৎ সুলতানা (২০১৫ সালের জ্যেষ্ঠতা তালিকায় ক্রমিক নং-৫৪১)
তদন্দকারী কর্মকর্তা
ও
যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ,
২য় আদালত, গাজীপুর।

প্রাপকঃ- মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ,
গাজীপুর

বিষয়ঃ অনুসন্ধান প্রতিবেদন।

সূত্রঃ মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বিগত ২৩/০২/২০১৬ ইং তারিখের নোটশীট অনুযায়ী প্রাপ্ত মাননীয় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা এর ১৭/০২/২০১৬ ইং তারিখের ১২৮২৮- এ নং স্মারকে প্রাপ্ত সিভিল রুল নং- ৯৯৬ (ভায়োলেশন)(আর) ২০১৫ এর বিগত ১০/০২/২০১৬ ইং তারিখের আদেশ।

জনাব,

আমি নিঃস্বাক্ষরকারী সূত্রোক্ত আদেশের ভিত্তিতে মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা এর সিভিল রুল নং-৭৩৯ (এফ.এম)/ ২০১৫ মামলায় প্রদত্ত বিগত ১২/০৮/২০১৫ ইং তারিখের অন্দ্রতীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ ১-৪ নং প্রতিপক্ষ ভায়োলেট করা সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান (Enquiry) পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্দকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হইয়া বিগত ২৭/০২/২০১৬ ইং তারিখ ভূমি মামলায় পক্ষগন এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগনের উপস্থিতিতে পক্ষগন এবং স্থানীয় প্রহলাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার জনাব মোঃ সামসুদ্দিন, উপস্থিত ফাউগান বাজার কমিটির সভাপতি হাজী সিরাজ উদ্দিন পলান এবং স্থানীয় চেয়ারম্যান আবু সাইদ আকন্দ সহ উপস্থিত ব্যক্তিগনের সনাক্ত মতে নালিশী ভূমি পরিদর্শন করি। পক্ষগনের সনাক্তকৃত নালিশী

ভূমির সহিত নথিতে থাকা নালিশী ভূমির চৌহদ্দীর মিল থাকায় নালিশী ভূমির পৃথক হাত নক্সা অংকন করা হয় নাই। আমার পরিদর্শনকালে আমি নিজে নালিশী ভূমি সংলগ্ন ফাউগান বাজারের দোকানদারসহ উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ১। আব্দুল মতিন ২। পরিমল দেবনাথ, ৩। মোঃ সামসুদ্দিন ৪। আবু সাইদ আকন্দ, ৫। লক্ষন চন্দ্র সরকার, ৬। হরিরঞ্জন দেবনাথ ও ৭। হাসেম বেপারী এর জবানবন্দি গ্রহণ করি। উপস্থিত মামলার আবেদনকারী বাদী পক্ষের উপস্থাপিত বাদী পক্ষে ১ নং সাক্ষী হাজী সিরাজ উদ্দিন পলান বাদী পক্ষে ২ নং সাক্ষী নীল কমল দেবনাথ, বাদী পক্ষে ৩নং সাক্ষী শ্যামল দেবনাথ এবং প্রতিপক্ষ/বিবাদী পক্ষের উপস্থাপিত ১ নং সাক্ষী ছামির এবং বিবাদী পক্ষের উপস্থাপিত ২ নং সাক্ষী নিতাই সরকার এর জবানবন্দি গ্রহণ করি। পরিদর্শনকালে বাদী, বিবাদী এবং উভয়পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবীগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর পৃথক ফর্দে গ্রহণ করি। পরিদর্শনকালে বাদী, বিবাদী পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের জবানবন্দি এবং আমার নিজ উদ্যোগ গৃহীত সাক্ষীদের জবানবন্দি পর্যালোচনা দেখা যায়, সাক্ষীরা নালিশী ভূমিতে থাকা ফলের চারা, গাছগুলি প্রতিপক্ষ/বিবাদী মজিবুর লাগাইয়াছে মর্মে সাক্ষ্য দিলেও চারাগাছগুলি কবে লাগানো হইয়াছে এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য দিয়াছেন। নালিশী ভূমিতে গাছের চারা লাগানো বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যায় নাই। বাদীপক্ষের উপস্থাপিত ১ নং সাক্ষী মজিবুর, যিনি ফাউগান বাজারের সভাপতি তিনি তার জবানবন্দিতে চারা গাছগুলি ১০ মাস আগে লাগানো হইয়াছে মর্মে উলে-খ করেন। আবার বাদীপক্ষের ২ নং সাক্ষী জবানবন্দিতে এস. আই. ছাত্তার, ৩/৪ মাস আগে চারা লাগানোর ২/৩ দিন পরে তদন্তে আসলে মজিবুরের পিতা তার কাছে চারা লাগানোর কথা স্বীকার করিয়াছেন মর্মে উলে-খ করেন। বাদীপক্ষের ৩নং সাক্ষী ৭/৮ মাস পূর্বে সকালে যাওয়ার সময় নালিশী জমিতে চারা লাগানো দেখিয়াছেন মর্মে উলে-খ করেন। অপরদিকে বিবাদী পক্ষের ০১ নং সাক্ষী ৮/৯ মাস আগে এবং বিবাদী পক্ষের ২ নং সাক্ষী প্রায় ০১ / ১ $\frac{১}{২}$ বছর আগে মজিবুর চারা লাগাইয়াছেন মর্মে উলে-খ করেন। আমার নিজ উদ্যোগ গৃহীত সাক্ষীদের মধ্যে ২নং সাক্ষী, প্রায় ২ মাস আগে, ৩ নং সাক্ষী ৩ মাস আগে, ৪ নং সাক্ষী যিনি প্রহলাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ০১/১ $\frac{১}{২}$ বছর আগে ৫ নং সাক্ষী প্রায় ০১ বছর পূর্বে, ৬ নং সাক্ষী ৩/৪ মাস আগে বর্ষাকালে এবং ০৭ নং সাক্ষী প্রায় ০৬ মাস আগে গাছগুলি লাগাইয়াছে মর্মে

জবানবন্দিতে উলে-খ করিয়াছেন। নালিশী ভূমি পরিদর্শনে আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষনে
নালিশী ভূমিতে ২৫টি ফলজ গাছের চারা পাওয়া যায়। যার মধ্যে ২টি জাম গাছের
চারা ছিল। উক্ত চারা গাছগুলির উচ্চতা অনুমান ৬ হইতে ৭ ফুট হইবে বলিয়া
প্রতীয়মান হয়। উক্ত চারাগাছগুলির কয়েকটি নার্সারী হইতে আনা পলি ব্যাগসহ
বিদ্যমান দেখিতে পাই। ২টি আমগাছের চারায় আমের মুকুল দেখিতে পাই এবং
অধিকাংশ চারায় নতুন গজানো কচিপাতা দেখা যায়। আমার সার্বিক পর্যবেক্ষনে এবং
সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় চারা গাছগুলি অনুমান ৬/৭ মাস পূর্বে রোপন করা
হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ইহাই আমার প্রতিবেদন।

(Underlines by us for giving emphasis).

Mr. Nurul Amin, the learned Advocate appearing for the petitioners submits that from a plain reading of the report it appears that the opposite party Nos. 1-4 violated the order dated 12.08.2015 and accordingly he prays for making the Rule absolute by awarding punishments to the opposite party Nos. 1-4.

Ms. Rezina Mahmud, the learned Advocate appearing for the opposite party Nos. 1-4 of the application for violation, submits that the plaintiffs are the owners of Dag No. 852, while the defendants are the owners of Dag No. 850 and in between that, Dag No. 851 belong to Government and the defendants never claimed any land of Dag No. 852 and accordingly she submits that the opposite party Nos. 1-4 did not violate the order of this Court dated 12.08.2015.

Heard the learned Advocates for the parties, perused the application, along with other annexures and the report of the learned Joint District Judge, Gazipur.

At the very outset it may be mentioned here that Ms. Rezina Mahmud did not dispute the report as forwarded and quoted above, nor filed any affidavit against the report.

In this Rule, the main point for consideration is whether the opposite party Nos. 1-4 disobeyed the order dated 12.08.2015 passed by this Court?

It appears from the report that the learned Joint District Judge, Second Court, Gazipur visited the suit land and found that the land indentified by the parties is the suit land and also found that there are new plantations and the witnesses of the locality also affirmed the same as were done within 6/7 months. The learned Judge also herself examined the plantations and found a total 25 saplings were planted and those appears to have been brought from nursery and some of them still containing even plastic bags with new leafs. The learned Judge also opined that the age of the saplings will be around 6/7 months.

It appears that the new plantations done by the opposite party No. 1, Md. Mujibur Rahman, as also proved by the witnesses both from plaintiffs and defendants. Though no date of actual planting of the saplings stated; but, it appears that the petitioners stated in the application, that those were done after the order of injunction passed by this Court. The notice of the

Civil Rule No. 739(FM) of 2015 has been served upon the opposite parties on 21.09.2015. Moreover, it appears from the conduct of the opposite party No. 1 that the act of demonstration by planting of saplings showing total disregard to the order of this Court dated 12.08.2015, itself prove the act of disobedience.

In this connection a case of Abdul Jalil Munshi vs. Abu Bakr Siddique, reported in 35 DLR (AD) 42 may be referred to wherein their lordships of our Hon'ble Appellate Division held that:

“One consistent principle which emerges out of those decisions of the Dacca High Court is, that if a party to a suit does not act to bring about a change in the state of things existing at the date of the suit or just prior to that date, in order to forestall a possible order of the Court, the Court may in an appropriate case, in exercise of its inherent power, require the offending party, by issuing a temporary injunction in mandatory form to restore the status-quo ante. This principle is in consonance with fair administration of justice and this power of making an order of mandatory injunction on an interlocutory application may be exercised, irrespective of the merits of the main case as it is one of the main concerns of a Court of law to see that no one dares to interfere with the

course of justice by presenting the Court with a fait accompli.”

In view of the ad-interim order of this Court dated 12.08.2015, the defendant-opposite party Nos. 1-10 are bound to obey the order and cannot even enter into the suit land nor can change nature and character of the suit land. The ad-interim order passed on 12.08.2015, served upon the opposite parties on 21.09.2015. The opposite party Nos. 1-4 in the counter affidavit rather asserted their possession. As such any act done in disobedience of the ad-interim order dated 12.08.2015, tantamounts of committing the offence under Order XXXIX rule 2(3) of the Code of Civil Procedure.

In view of the above, we find that the opposite party No. 1 Md. Mujibur Rahman, deliberately and intentionally violated the order of the injunction as granted by this Court on 12.08.2015, which proved beyond reasonable doubt from the evidence as taken by the enquiry officer so also from the report dated 01.03.2013 of the learned Joint District Judge, Second Court, Gazipur.

Accordingly, opposite party No. 1 Md. Mujibur Rahman is liable to be punished under Order XXXIX Rule 2(3) of the Code of Civil Procedure.

Accordingly the Rule is made absolute and the opposite party No. 1, Md. Mujibur Rahman son of Md. Saheb Ali, Village- Gaugan, Police Station- Sreepur, District- Gazipur is found guilty for disobedience of this

Court's order dated 12.08.2015 and accordingly he is directed to be detained in the civil prison for a period of 07(seven) days.

The learned Joint District Judge, First Court, Gazipur before whom the Civil Suit No. 681 of 2012 is pending, is hereby directed to take necessary steps to implement this order.

Communicate the order to the learned Joint District Judge, First Court, Gazipur at once.

Quazi Reza-Ul Hoque, J:

I agree.